আলমডাঙ্গায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পাখিভ্যান চালক

আলমডাঙ্গায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে এক পাখিভ্যান চালক তার পাখিভ্যান হারিয়ে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলেন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকায়। বুধবার বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে হাটবোয়ালিয়া-চুয়াডাঙ্গা সড়কের হাটবোয়ালিয়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানের পাশে ওই পাখিভ্যান চালককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অজ্ঞান হওয়া ব্যক্তি রাসেদ মীরের ছেলে জাহারুল ইসলাম (৫৭)। তিনি পেশায় একজন পাখিভ্যান চালক। তার বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও জাহারুল ইসলাম পাখিভ্যান নিয়ে ভাড়া মারার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। পথে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা কৌশলে তার সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে চেতনানাশক জাতীয় কিছু খাইয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে দুর্বৃত্তরা তার পাখিভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

বিকেলে স্থানীয় লোকজন হাটবোয়ালিয়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পাশে রাস্তায় তাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত এগিয়ে আসে। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সড়কপথে নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে মিলন বিশ্বাস

বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিনিয়তই দেশের যুবকেরা বৈধ-অবৈধ পথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান। সরকার বারবার বিভিন্ন মাধ্যমে বৈধ পথে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করলেও একশ্রেণীর দালালদের খপ্পরে পড়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বপ্নের দেশে যেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমান তরুণরা।

ভাগ্য সহায় হলে বিভিন্ন দেশের কাঁটাতার ফাঁকি দিয়ে পৌঁছাতে পারেন স্বপ্নের দেশে। আর কারো ভাগ্য সহায় না হলে লাশ ফিরে আসে দেশে, কেউবা ফেরে নিঃস্ব হয়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী মিলন বিশ্বাস। উন্নত জীবন যাপনের আশায় মানব পাচারকারী মাফিয়া গ্রুপের প্রলোভনে পড়ে নিজের শেষ সম্বল টুকু দালালের হাতে তুলে দিয়ে পথে পথে ঘুরছে মিলন বিশ্বাস (৪৫) নামের এক ভুক্তভোগী। মিলন বিশ্বাস মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের বাসিন্দা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন খাদিমপুর গ্রামের আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা যায়, গত ২০২৩ সালে সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের চান্দালীর ছেলে উজ্জ্বল নামের এক দালালের সাথে কথা হয় মিলন বিশ্বাসের। পানি পথে লিবিয়া থেকে ইতালি নিয়ে যাবে এবং মোটা অংকের বেতনের স্বপ্ন দেখায়। দালালের কথাতে মন গলে তার, উন্নত ভবিষ্যৎ কে না চাই? এক পর্যায়ে দালালের কথায় রাজি হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় দুজনে। ১৫ দিনের মধ্যে লিবিয়া থেকেই ইতালি নিয়ে যাবে এই মর্মে ১০ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। পরবর্তী সময়ে মাফিয়াদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে দিল্লি হয়ে দুবাই যান মিলন বিশ্বাস, সেখান থেকে পৌঁছায় লিবিয়ার তব্রুক শহরের এক গেম ঘরে। ওখানে পৌঁছানোর পরেই ১০ লাখ টাকা শোধ করে নেয় উজ্জ্বল । আর এভাবেই সেখানে গিয়ে দেখা মেলে মেহেরপুর সদরের কলাডাঙ্গা গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রুবেল, হান্নানের ছেলে সোহাগ, হাকিমের ছেলে হাসিব, রুহুলের ছেলে হোসাইন সহ বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রায় ২০০ জনের সাথে। সকলে একই

পথের যাত্রী। সকলেই পানিপথে ইতালি যাবে সেই আশায় সহায় সম্বল বিক্রি করে টাকা দেয় দালালদের হাতে। লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর শুরু হয় দালালদের তালবাহানা। ১৫ দিনের কথা বলে সেখানে নিয়ে গেলেও মাসের পর মাস সাহারা মরুভূমির সেই গেম ঘরে তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয় ।

সেখান থেকে অস্তিঃসারশুন্য দেহ নিয়ে কোনরকম প্রাণে ফিরে অবর্ণনীয় নির্যাতনের কাহিনী বলেন মিলন বিশ্বাস।

তিনি বলেন, গেম ঘরের অন্ধকার ছোট্ট কামরায় গাদাগাদি করে থাকতে হতো আমাদের। প্রতিটি কক্ষে ১০-১৫ জন ফ্লোরিং করে থাকতাম। তিন বেলা খাবার জুটতো না, অনাহারে অর্ধহারে কতদিন কাটিয়েছি তার হিসেব নাই। সেখান থেকে মাফিয়াদের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে। নয়তো প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত। কারণে-অকারণে মারধর ও শারীরিক নির্যাতন চালাতো। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আবারও বাড়ি থেকে কয়েক দফায় ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা দেয়া হয় মাফিয়াদের হাতে। পরবর্তীতে তারা গেমে পাঠানোর নাম করে নিয়ে গিয়ে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেয়। পুলিশ সবাইকে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দেয়। লিবিয়ার বেনগাজী গানফুদা জেলে দুই মাস ছিলাম। সেখানে চলে অবর্ণনীয় নির্যাতন। সারাদিনে একবার খুবই অল্প পরিমাণে ভাত খেতে দিত, দুইবার দিত দুই রুটি, ছিল খাবার পানির সংকট । সেখানে নিয়মিত চলতো পুলিশের মাইর, বিদ্যুতের শক ও বুটের লাথি। সেখানকার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। ছোট্র কামরায় শোয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, নেই গোসলের স্থান। ১৫ দিনেও একবার গোসল হতো না। গরমে অনেকেই চর্মরোগ সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

পরবর্তীতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এর সহযোগিতায় সকল বন্দীদের মুক্ত করে দেশে পাঠিয়ে দেয়। আমি এক বছর ১০ মাস পর গত ২৮শে মে ২০২৫ কোন রকম প্রাণ নিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরি। আমি এই সকল দালাল ও মানব পাচারকারী মাফিয়াদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও আমার ক্ষতিপূরণ সহ সঠিক বিচার চাই।

আর এভাবেই দালাল চক্রের মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে হাজারো তরুণের স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে। অনেকেই নিঃস্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরিবারের বোঝা হয়ে।